

৩.১ ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of a Bank) ৪

ইটালিয়ান শব্দ Banco, Banca, Bancus; জার্মান ও অষ্ট্রীয় Banke শব্দ থেকে ইংরেজি 'Bank' শব্দটি এসেছে বলে অনেক ভিত্তিমত প্রকাশ করেন। ইংরেজি 'Bank' শব্দটি বাংলায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ব্যাংক শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নদীর তীর, ক্ষেতের আল, লম্বা টুল, কোনো বস্তুবিশেষের স্তম্ভ বা ধনভাণ্ডার ইত্যাদি। তবে প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংক বলতে এমন নিয়ম ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এর কাজ হলো একশ্রেণির লোকের নিকট থেকে টাকা আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য একশ্রেণির লোককে তা ঋণ হিসেবে প্রদান করা। গৃহীত আমানতের টাকা থেকে অন্যকে ঋণ প্রদান করে বলে ব্যাংককে ঋণ প্রদানকারী অর্থের ধারক বলা হয়।



চিত্র : ব্যাংক

বস্তুত ব্যাংক বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যে প্রতিষ্ঠান অর্থ ও ঋণ নিয়ে কারবার করে থাকে অর্থাৎ ব্যাংক অর্থসংক্রান্ত লেনদেনে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়সমূহ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং জমাকৃত আমানত জনগণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ মঞ্জুর করা ছাড়াও ব্যাংক ঋণ সৃষ্টি, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কার্য সমাধা করে থাকে। নিচে ব্যাংকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হলো-

1. John Harry (জন হ্যারি)	"A bank is an economic institution whose main aim is to earn profit through the exchange of money & credit instruments." (ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ ও ঋণের দলিল বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।)
2. Prof. Cairncross (অধ্যাপক কেয়ারনক্রস)	"A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts." ("ব্যাংক হচ্ছে আর্থিক মধ্যস্থ কারবারি, ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।")
3. Prof. Hardy (অধ্যাপক হার্ডি)	"A bank may be a person, or a firm or a company who deals with money and business organizations." ("ব্যাংক এমন একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মতো অর্থের ব্যবসা করে।)

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, "যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ করে, ঋণ সৃষ্টি করে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, নোট প্রচলন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরি-উক্ত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ দু'ধরনের ব্যাংক একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে একে অপরের সহযোগী, যেখানে একটি ভিন্ন অন্যটির কোনো কার্যকারিতা থাকে না।

৩.৪ মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি (The Functions of Bangladesh Bank in Controlling Money Market) :

একটি দেশে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত মুদ্রাবাজারের উপস্থিতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারের সুষ্ঠু সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকে। মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রা বাজারের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

নিচে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো—

১। নোট ও মুদ্রা প্রচলন (Note & coin issue) : দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ইস্যু ও মুদ্রা প্রচলন একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য এটি প্রয়োজন অনুযায়ী বাজারে মুদ্রা সরবরাহ করে থাকে। একে মুদ্রা বাজারের অভিভাবক ও মুদ্রার নিয়ন্ত্রক বলা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে 'নির্দিষ্ট রিজার্ভ পদ্ধতি' অনুসরণ করে থাকে। প্রচলিত নোট ও মুদ্রার পরিমাণ ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সৃষ্টির জন্য সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য বা অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে থাকে। সমপরিমাণ রিজার্ভ সংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যাংক সরকারি ঋণপত্র, ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক ছাড়ি ইত্যাদি সংরক্ষণ করে থাকে।

২। ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit control) : বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রা সরবরাহে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। ব্যাংকগুলো বহুগুণিত ঋণ আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অর্থের যোগান তথা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। দেশের ঋণের পরিমাণ মুদ্রাস্থিতি দেখা দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থের যোগান তথা ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকল্পে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতিসমূহ যেমন— ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ, ঋণবাজারি কার্যক্রম, জমার হার পরিবর্তন, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে রেশনিং পদ্ধতির প্রবর্তন, নৈতিক চাপ প্রয়োগ, ব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে।

৩। মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ (Maintaining the value of currency) : বাংলাদেশে প্রচলিত টাকা ও মুদ্রার মান সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক একক ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে অর্থ সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশীয় মুদ্রার মান তথা ক্রয় ক্ষমতা সংরক্ষণ করে থাকে। আবার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ করে থাকে।

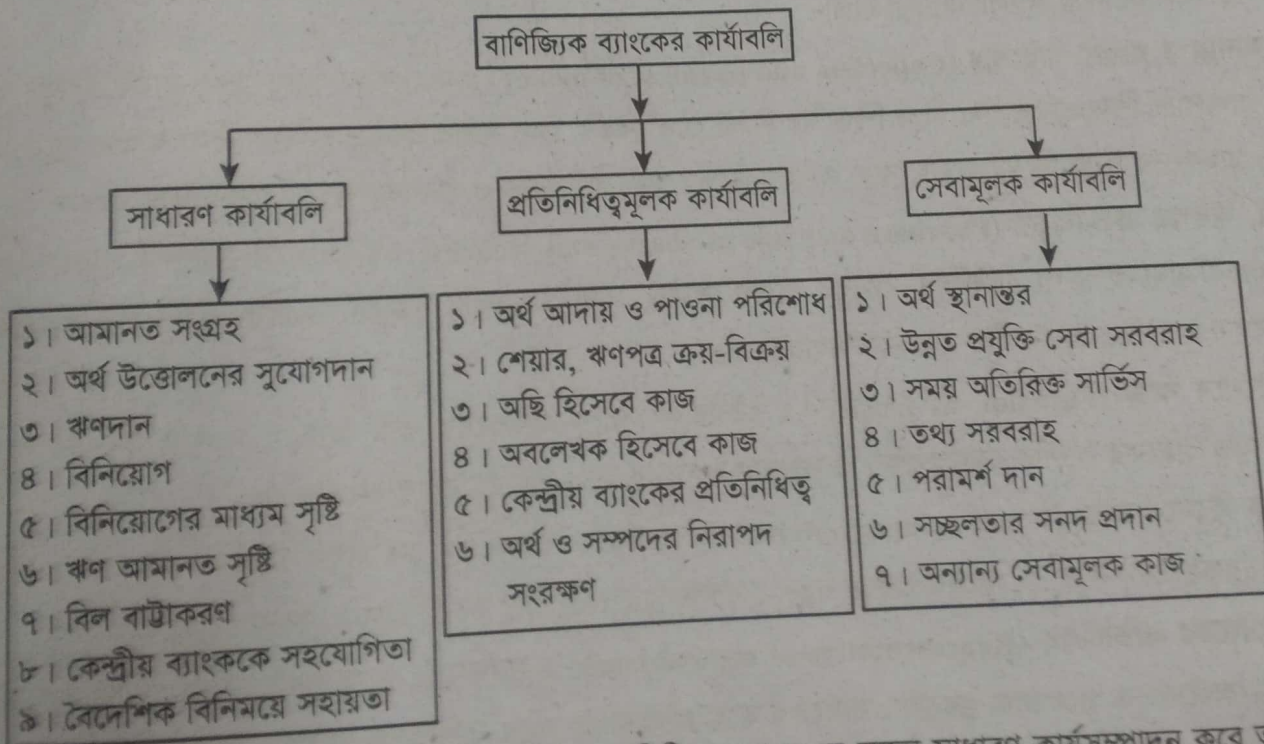
৪। বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Foreign exchange control) : বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, দেশীয় মুদ্রার সম্মানজনক বিনিময় হার সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতার উপরই লেনদেনের ভারসাম্য দেশের অনুকূলে থাকবে না প্রতিকূলে থাকবে তা নির্ভর করে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও নির্গমন কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ (Reserve foreign currency) : বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ করে। তা ছাড়া, অর্থ প্রচলনের বিপক্ষে এ ব্যাংক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিতি জমা রাখে। উপরন্তু আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মানজনক বিনিময় হার পেতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এতদুদ্দেশ্যেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তোলে। এ ব্যাংক দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের দ্বারা বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে সচল রাখে। সুতরাং বলা যায় যে, দেশের মুদ্রা বাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৫ বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of a Commercial Bank in Bangladesh) :

আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কার্য নিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে এরূপ ব্যবসায়ের কার্য প্রকৃতিতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে-সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

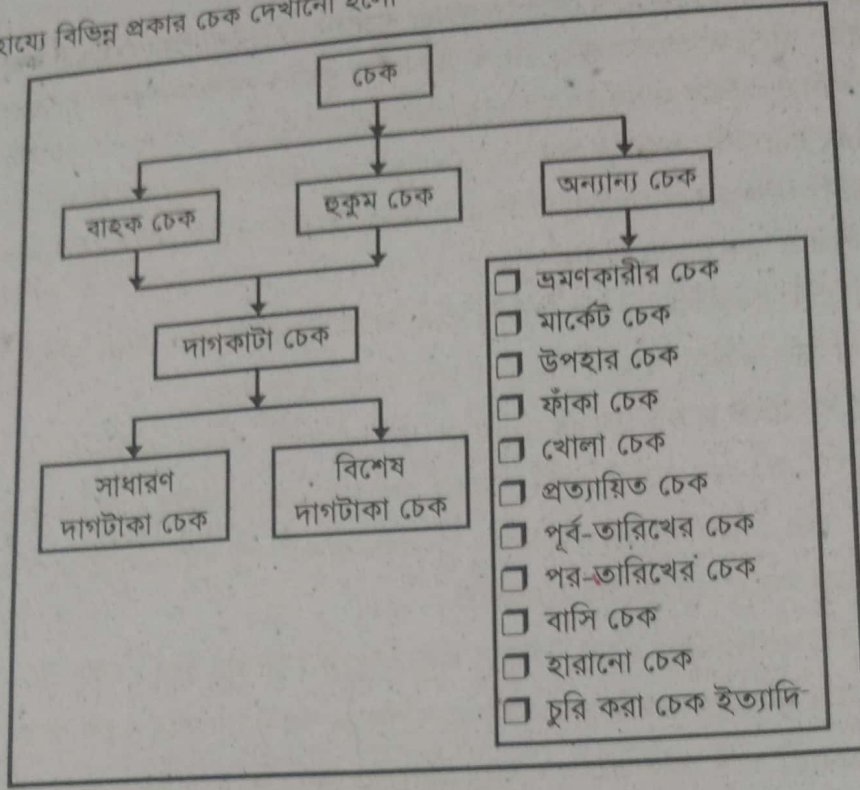


(ক) সাধারণ কার্যাবলি (General functions) : বাণিজ্যিক ব্যাংক যে-সকল সাধারণ কার্যসম্পাদন করে তা নিম্নরূপ-

১। আমানত সংগ্রহ (Receiving deposit) : মূলধন গঠনের লক্ষ্যে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলো বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ।

২। অর্থ উত্তোলনের সুযোগদান (Giving facilities of money withdrawals) : ব্যাংকে জমাকৃত সঞ্চয়ী হিসাবের টাকা সঞ্চয়ী দু'বার এবং চলতি হিসাবের টাকা গ্রাহক কোনো কার্যদিবসে যতবার ইচ্ছা ততবার ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারেন। বর্তমানে ATM কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে সহজেই টাকা উত্তোলন করা যায়।

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার চেক দেখানো হলো—



রেখাচিত্রে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার চেকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো—

১। বাহক চেক (Bearer Cheque) : চেকের ধারক বা বাহক অথবা যে-কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে যে টাকা সংগ্রহ করতে পারে, তাকে বাহক চেক বলে। বাহকের চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে 'অথবা বাহককে' লেখা থাকে। এ প্রকার চেক কোনোপ্রকার অনুমোদন ছাড়াই হস্তান্তর করা যায় এবং যে-কোনো ব্যক্তি এই চেক ব্যাংকে জমা দিলে তাকে টাকা দিতে বাধ্য থাকে।

২। ইকুম চেক (Order Cheque) : যে চেকের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তার আদেশ অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রতি আদেশ জারি করা হয়, তাকে ইকুম চেক বা আদেশ চেক বলে। এ প্রকার চেকে প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের পরে 'অথবা আদেশানুসারে' কথাটি লেখা থাকে। ইকুম চেক অনুমোদনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হয়। তাই এরূপ চেকের অর্থ প্রাপক বা অনুমোদন বলে প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে না।

৩। দাগকাটা চেক (Crossed Cheque) : যে চেকের উপরিভাগের বাম কোণায় আড়াআড়িভাবে দুটো সমান্তরাল রেখা টানা থাকে তাকে দাগকাটা চেক বলে। বাহক চেক অথবা ইকুম চেকে এরূপ রেখা টেনে দাগকাটা চেক তৈরি করা হয়। এ চেকের অর্থ সরাসরি ব্যাংক হতে সংগ্রহ করা যায় না, চেক নিজের ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। দাগকাটা চেককে দু'ভাগ করা যায়—

(ক) সাধারণ দাগকাটা চেক (General crossed cheque) : যে দাগকাটা চেকের সমান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে কিছু লেখা থাকে না বা লেখা থাকলেও কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে না, তাকে সাধারণ দাগকাটা চেক বলে। যে-কোনো ব্যাংক হিসাবে জমা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

(খ) বিশেষ দাগকাটা চেক (Special crossed cheque) : যে দাগকাটা চেকের সমান্তরাল রেখা দুটির মধ্যে কোনো ব্যাংকের নাম উল্লেখ করা হয়, তাকে বিশেষ দাগকাটা চেক বলে। এরূপ চেকের অর্থ দাগের ভিতর যে ব্যাংকের নাম উল্লেখ থাকে সেই ব্যাংকের হিসাবে জমা দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।

৪। ভ্রমণকারীর চেক (Traveller's Cheque) : ব্যাংক ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে এক বিশেষ ধরনের চেক ইস্যু করে। ভ্রমণকারীর চেক বলা হয়। ভ্রমণকারীরা দেশের বাইরে গিয়ে এ চেকের মাধ্যমে ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখা বা প্রতিনিধি ব্যাংক হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৫। **মার্কেট চেক (Market Cheque)** : যে চেকের সাহায্যে বাজার হতে দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করা যায়, তাকে মার্কেট চেক বা বাজার চেক বলে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি উন্নত দেশে এ জাতীয় চেকের প্রচলন দেখা যায়। বাংলাদেশে কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক 'চেক কার্ড' নামে এক ধরনের কার্ড সীমিত পরিসরে ইস্যু করে থাকে, যার দ্বারা নির্দিষ্ট বড় বড় দোকান থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে কার্ড ব্যবহার করে গণ্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়।

৬। **উপহার চেক (Gift Cheque)** : যে চেক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে প্রদান করা যায়, তাকে উপহার চেক বলে। এরূপ চেক অনেকটা প্রাইজবন্ডের মতো। এ জাতীয় চেকের মাধ্যমে একদিকে নির্দিষ্ট মেয়াদে সুদ পাওয়া যায় এবং অন্যদিকে বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশের কিছু কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক এ জাতীয় চেক ইস্যু করে থাকে। এ চেক যে-কোনো সময় ইস্যুকারী ব্যাংকের শাখায় ভাঙানো যায়।

৭। **ফাঁকা চেক (Blank Cheque)** : যে চেকে সবকিছু যথাযথভাবে পূরণ করা হলেও টাকার অঙ্কের ঘর খালি রেখে আদেষ্ঠা বা প্রস্তুতকারক স্বাক্ষর প্রদান করে, তাকে ফাঁকা চেক বা নিরঙ্ক চেক বলে। এক্ষেত্রে প্রাপক নিজে টাকার অংক লিখে তা ব্যাংক থেকে জাঙ্কিয়ে থাকে। ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে বলা হয়েছে, "নিরঙ্ক চেক হচ্ছে এমন একটি চেক যাতে প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর থাকে, টাকার পরিমাণ বা প্রাপকের নাম উল্লেখ থাকে না। প্রাপক তার সুবিধামতো টাকার অঙ্ক বসিয়ে নেয়। তবে প্রস্তুতকারক ইচ্ছে করলে টাকার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে।"

৮। **খোলা চেক (Open Cheque)** : যে চেকে কারও নাম লিখা হয় না বা দাগকাটা হয় না, তাকে খোলা চেক বলে। এরূপ চেক অবাধে হস্তান্তরযোগ্য এবং চেকের যে-কোনো ধারক একে আদেশ চেক বা দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করতে পারে।

৯। **প্রত্যায়িত চেক (Certified Cheque)** : যে চেক প্রস্তুতের পর উপস্থাপনের আগে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বা ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যায়িত (Certified) হয়, তাকে প্রত্যায়িত চেক বা অনুমোদনপ্রাপ্ত চেক বলে। সাধারণত এরূপ প্রত্যয়নের মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট চেকের অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। ব্যাংক অত্যন্ত সচল ও বিশ্বস্ত গ্রাহককে এ ধরনের চেক ইস্যু করে থাকে।

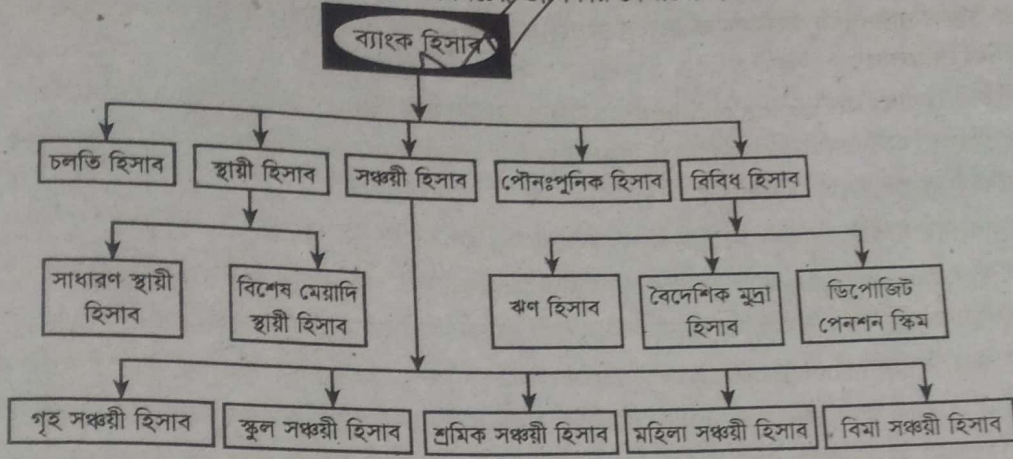
১০। **পূর্ব-তারিখের চেক (Antedated Cheque)** : আদেষ্ঠা বা প্রস্তুতকারক যে তারিখে চেক ইস্যু করে থাকে, চেকে যদি উক্ত তারিখ না দিয়ে যদি পূর্ববর্তী কোনো তারিখ দেয়া হয় তাহলে উক্ত চেককে পূর্ব-তারিখের চেক বলা হয়। যেমন- জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখের স্থলে ১৫ তারিখ লেখা হলো। এরূপ ক্ষেত্রে চেকে উল্লিখিত তারিখ ছয় মাসের মধ্যে হলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করে, অন্যথায় নয়।

১১। **পর-তারিখের চেক (Postdated Cheque)** : আদেষ্ঠা বা প্রস্তুতকারক যে তারিখে চেক ইস্যু করে থাকে, চেকে যদি উক্ত তারিখ না দিয়ে পরবর্তী কোনো তারিখ দেয়া হয়, তাকে পর-তারিখের চেক বলে। এরূপ চেকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখের পূর্বে চেকের টাকা উত্তোলন করা যায় না।

১২। **বাসি চেক (Stale Cheque)** : সাধারণত চেক ইস্যু করার দিন হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত চেকের মর্যাদা বলবৎ থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে চেক ব্যাংকে উপস্থাপন না করলে পরবর্তীতে চেকের টাকা ব্যাংক পরিশোধ করে না। এ জাতীয় চেককে বাসি চেক বা তামাদি চেক বলা হয়। অর্থাৎ যদি কোনো চেক ০১-০১-২০২১ ইং তারিখে ইস্যু করা হয় তাহলে ৩০-০৬-২০২১ ইং পর্যন্ত চেকটি বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ০১-০৭-২০২১ ইং তারিখ হতে চেকটি বাসি বা তামাদি চেক হিসেবে গণ্য হবে।

১৩। **হারানো চেক (Lost Cheque)** : যদি কোনো বৈধ চেক চুরি হয় অর্থাৎ চেক প্রস্তুতের পর ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে যদি কোনো ব্যক্তির নিকট হতে কোনো চেক হারিয়ে যায়, তাকে হারানো চেক বলে। এক্ষেত্রে এর ধারককে অবশ্যই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে চেক সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করলে এর জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যায় না।

১৪। **চুরি করা চেক (Stolen Cheque)** : যদি কোনো বৈধ চেক চুরি হয় অর্থাৎ চেক প্রস্তুতের পর ব্যাংকে উপস্থাপনের পূর্বে যদি কোনো ব্যক্তি কারও নিকট হতে কোনো চেক চুরি করে নিয়ে যায়, তাকে চুরি করা চেক বলে। এক্ষেত্রে এর ধারককে অবশ্যই সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে চেক সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক এ চেকের টাকা পরিশোধ করলে এর জন্য ব্যাংককে দায়ী করা যায় না।



ব্যাংকের এ সকল হিসাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা :

১। **চলতি হিসাব (Current account)** : যে হিসাবে আমানতকারীগণ ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখতে ও উত্তোলন করতে পারে, সে হিসাবকে চলতি হিসাব বলা হয়। চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখা বাবদ আমানতকারীগণ ব্যাংক থেকে কোনো সুদ পায় না। চলতি হিসাবের আমানতকারীগণ ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা পেয়ে থাকে।

২। **স্থায়ী হিসাব (Fixed account)** : যে হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারণত টাকা উত্তোলন করা যায় না, তাকে স্থায়ী হিসাব বলে। স্থায়ী হিসাবের জন্য আমানতকারী নির্দিষ্ট হারে সুদ পেয়ে থাকে। স্থায়ী হিসাব দু'ধরনের হয়ে থাকে-

(ক) **সাধারণ স্থায়ী হিসাব (General fixed account)** : যে স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে ন্যূনতম ১ মাস এবং বেশির পক্ষে ১০ বৎসর সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা হয়, তাকে সাধারণ স্থায়ী হিসাব বলা হয়। এ হিসাবের জন্য উচ্চহারে সুদ দেয়া হয়। সুদের হারের তারতম্য আমানতের মেয়াদের উপর নির্ভর করে।

(খ) **বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব (Special term account)** : যে স্থায়ী হিসাবের জমাকৃত টাকা ৭ দিনের নোটিশ অল্পে পরিশোধিত হয় এবং নির্দিষ্ট হারে ব্যাংক সুদ প্রদান করে, তাকে বিশেষ মেয়াদি স্থায়ী হিসাব বলে।

৩। **সঞ্চয়ী হিসাব (Savings account)** : যে হিসাবে ব্যাংকের কার্যকালীন সময়ে একাধিকবার টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু জমাকৃত টাকা সপ্তাহে মাত্র দু'বারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারীগণ ব্যাংক থেকে স্বল্পহারে সুদ পেয়ে থাকে। সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারীগণ সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণের সুবিধা পায় না।

সঞ্চয়ী হিসাবের বিভিন্ন শ্রেণিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা :

(ক) **গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব (Family savings account)** : যে হিসাবের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়, তাকে গৃহ সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। গৃহ সঞ্চয়ী হিসেবে টাকা জমা রাখার জন্য ব্যাংক আমানতকারীর গৃহে সিল করা বাস্তব অথবা সিল করা কোটা সরবরাহ করে থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ব্যাংক কর্মচারী বাস্তব খুলে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর হিসাবে জমা করে থাকে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

(খ) **স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব (School savings account)** : যে হিসাবের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাকে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। ছাত্রছাত্রীরা দৈনিক হাত খরচা ও টিফিন বাবদ যে টাকা পেয়ে থাকে তা থেকে সঞ্চয় করে সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকে জমা রাখে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

(গ) **শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব (Labourers' savings account)** : যে হিসাবের মাধ্যমে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাকে শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকে জমা রাখে। এ হিসাবের জন্য ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দিয়ে থাকে।

(ঘ) **মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব (Female customers' savings account)** : যে হিসাবের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষত পর্দানিশি মহিলাদের ভিতর সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাকে মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালিত ব্যাংকসমূহ মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যান্য সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারী যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, মহিলা সঞ্চয়ী হিসাবের আমানতকারীগণও একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। সঞ্চয়ে ও ব্যাংকিং লেনদেনে মহিলাদের অভ্যস্ত করার জন্য এ ধরনের হিসাবের উৎপত্তি।